হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-১১



স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- যাকাত পরিচিতি
- যাকাত কখন ফরজ করা হলো
- যাকাত কেন ফরজ করা হলো
- যাকাত পরিশোধ না করার ভয়াবহ পরিণাম
- যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী
- যাকাতের নিসাব ও হার
- যেসব মালের যাকাত নেই
- যাকাত পাওয়ার ব্যক্তিবর্গ
- উশর তথা জমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত
- স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ভূমিকা
- বাংলাদেশে যাকাতের সম্ভাব্য পরিমাণ
- বিশ্বব্যাপি সম্পদের ভারসাম্যহীনতা
- বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাত
- যাকাত আদায় ও বন্টনে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-১১



স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- যাকাত পরিচিতি
- যাকাত কখন ফরজ করা হলো
- যাকাত কেন ফরজ করা হলো
- যাকাত পরিশোধ না করার ভয়াবহ পরিণাম
- যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী
- যাকাতের নিসাব ও হার
- যেসব মালের যাকাত নেই
- যাকাত পাওয়ার ব্যক্তিবর্গ
- উশর তথা জমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত
- স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ভূমিকা
- বাংলাদেশে যাকাতের সম্ভাব্য পরিমাণ
- বিশ্বব্যাপি সম্পদের ভারসাম্যহীনতা
- বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাত
- যাকাত আদায় ও বন্টনে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশর : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও জনবহুল একটি দেশ। এ দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ০৯ কোটির অধিক মানুষ দরিদ্র এবং প্রায় ২ কোটি যুবক বেকার। বাংলাদেশের এ অবস্থা দূরীকরণে এ যাবৎ সরকারি-বেসরকারি ও এনজিও পর্যায়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে এবং গ্রহণ করা হচ্ছে নানা ধরনের কর্মসূচি। কিন্তু তারপরও দারিদ্র দূর হচ্ছে না, বরং সমাজে শ্রেণি বৈষম্যের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো ইসলামের সার্বজনীন কল্যাণকর অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে মানবরচিত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অনুসরণ করে সমাজ প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস চালাচ্ছে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। অথচ ইসলাম বিশ্বমানবতাকে উপহার দিয়েছে যাকাতভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা। বাংলাদেশের মত মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে ইসলামী শরী'আতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে সঠিক ও পরিকল্পিতভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা গেলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি সুখী সুন্দর আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফায়ে রাশিদার যুগে ইসলামের যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে দারিদ্র ও শোষণমুক্ত, সুখী সমৃদ্ধ ও আদর্শ সমাজ গঠনের যে সোনালী অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল তা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আজও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। এ জন্য বলা হয় 'পুঁজিবাদ সে তো অভিশাপ।

১. যাকাত পরিচিতি

যাকাত (الزَّكَاةُ) শব্দের অর্থ হলো, পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্যতা, পরিশুদ্ধতা ইত্যাদি। আল-কুরআনে এ অর্থের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কুরআন ও হাদীসে অনেক ক্ষেত্রে 'যাকাত' ও 'সাদাকাহ্' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে সম্পদ হ্রাস পেলেও প্রকারান্তরে এর বৃদ্ধিই ঘটে। এছাড়া এর মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে

সমাজ মুক্ত ও পবিত্র হয়। অর্থাৎ যিনি যাকাত প্রদান করবেন তার সম্পদ পরিশুদ্ধ হবে, বৃদ্ধি পাবে এবং সাথে সাথে তা বালা মুছিবত থেকেও রক্ষা পাবে। ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাত আদায়কারির মন ও আত্মা পবিত্র হয়, বৃদ্ধি পায় তার ধন-সম্পদ। (ইবন তাইমিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া)

পরিভাষিক অর্থে যাকাত হলো, জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর সঞ্চিত থাকার পর তা থেকে শরী'আত নির্ধারিত অংশ নির্ধারিত খাতে কোনোপ্রকার বিনিময় ব্যতীত স্বত্ব হস্তান্তর করা। অতএব দারিদ্র বিমোচনের জন্য সমাজের সামর্থবান লোকদের উপর তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ও অসহায় লোকদের মাঝে দান করা অপরিহার্য করা হয়েছে। আর এটিই যাকাত নামে পরিচিত।

যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার মেরুদণ্ড। এটি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। ঈমান ও সালাতের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যাকাত। মানব জাতিকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ ইবাদত দু'ধরনের। এক. দৈহিক ইবাদত দুই. আর্থিক ইবাদত। দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সালাত। আর আর্থিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো যাকাত। মানব সমাজে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য সংরক্ষণ, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে ইসলামে যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

২. যাকাত কখন ফরজ করা হলো

রাসূলুল্লাহ (স.) নবুওয়াতের সূচনাকাল থেকে নর-দীক্ষিত মুসলিমদেরকে সালাতের পাশাপাশি দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। তবে এজন্য তাদেরকে কোন প্রকার পীড়া-পীড়ি করতেন না। সাহাবীগণ সাধ্যমত তা যথাযথভাবে পালন করতে সংকোচবোধ করতেন না।

যাকাত বিষয়ের আলোচনা ৮টি মাক্কী সূরাতে এবং ২২টি মাদানী সূরাতে এসেছে। যে সকল মাক্কী সূরায় যাকাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে

সূরাহ আল-আ'রাফ: ১৫৬; সূরাহ মরিয়াম : ৩১, ৫৫; সূরাহ আল-আম্বিয়া: ৭৩; সূরাহ আল-মু'মিনূন: ০৪; সূরাহ আন-নমল: ০৩; সূরাহ আর-রূম: ৩৯; সূরাহ লুকমান: ০৪; সূরাহ হা-মীম আস-সাজদাহ: ০৭ আয়াত উল্লেখযোগ্য। মাক্কী সূরায় যাকাতকে মু'মিনদের একটি মহৎ গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমাজের সামষ্টিক কোনো দায়িত্বের কথা বলা হয়নি। মাদানী সূরাহসমূহে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাত সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে শাওয়াল মাসে যাকাত ফরজ হয়েছে। তবে এর পূর্ণাঙ্গ ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা মক্কা বিজয়ের পর ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠে। নবম হিজরীতে যাকাতের বিধান পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যকর করা হয়।

৩. যাকাত কেন ফরজ করা হলো

ইসলাম আল্লাহ মনোনীত পূর্ণাঙ্গ ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সর্বপ্রকার সমস্যার নির্ভুল, নিখুঁত, ভারসাম্য ও বাস্তব উপযোগী সমাধান পেশ করেছে। সমাজের অসহায় দারিদ্র মানুষকে ইসলাম কখনও ভুলে যায়নি। আল্লাহ দরিদ্রদের অধিকারকে নিজের অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন এবং এ অধিকার সংরক্ষণের জন্য বল প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের জন্য ধনীদের অর্থ সম্পদে সুনির্দিষ্ট 'হক' ফরজ করে দিয়েছেন। যাকাতের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এর মাধ্যমে দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত সুখী, সুন্দর ও আদর্শ স্বনির্ভর জাতি গঠন।

আল-কুরআনে ২৭টি আয়াতে সালাত কায়েমের সাথে সাথে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাকাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা এত অপরিসীম যে, আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধিদল রাসূল (স.)-এর নিকট সাক্ষাতের জন্য আগমন করত তিনি তাদের প্রত্যেককেই সালাত কায়েমের পাশাপাশি যাকাত প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন।

ক. দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে যাকাত ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার

যাকাত শুধু ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি স্তম্ভই নয়, বরং ইসলামী সরকারের আয়ের প্রধান উৎস। যাকাত বাধ্যতামূলকভাবেই প্রদান করতে হবে। এটি

কোনো স্বেচ্ছামূলক বা দয়ার দান নয় যা দারিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে দেয়া হয়। প্রত্যেক সম্পদশালীর সম্পদেই রয়েছে গরীব অসহায় বঞ্চিতদের অধিকার। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

'আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে রয়েছে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের অধিকার।' (সূরাহ আয-যারিয়াত, ৫১ : ১৯)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

'তাদের (ধনীদের) মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, যাতে তুমি সেগুলোকে এর মাধ্যমে পবিত্র করতে এবং বরকতময় করতে পার ।' (সূরাহ আত-তাওবা: ১০৩)

খ. যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও হিদায়াত লাভ

মহান আল্লাহর হিদায়াত, দয়া ও অনুগ্রহ লাভের জন্য যাকাত আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। যাকাতসহ পাঁচটি কর্ম সম্পাদনকারীদের প্রতি মহান আল্লাহ রহমত দানের ঘোষণা দিয়ে বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত

দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।' (সূরাহ আত-তাওবা: ৭১)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

'নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।'(সূরাহ আন-নূর: ৫৬)

গ. যাকাত ভ্রাতৃত্ববোধের সেতুবন্ধন

ঈমানের সাক্ষ্য দেয়ার পর সালাত এবং যাকাতকে ভ্রাতৃত্ববোধের সেতুবন্ধন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ

'যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।'
(সূরাহ আত-তাওবাহ: ১১)

ঘ. যাকাত সকল নবীর উম্মতের উপর ফরজ ছিল

যাকাত শুধু উম্মাতি মুহাম্মাদীর (স.) উপরই ফরজ নয় বরং পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের উপরও এটি ফরজরূপে প্রচলিত ছিল। তাই মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দারিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী। (সূরাহ আল বাকারাহ, ০২ : ৮৩)। অনুরূপভাবে সূরাহ মরিয়মের ৩১তম আয়াতে বলা হয়েছে, 'ঈসা (আ.) বলেন, আমি যেখানেই

থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। যতদিন আমি জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

৪. যাকাত পরিশোধ না করার ভয়াবহ পরিণাম

ঈমান ও সালাতের পরই যাকাতের স্থান। এটি অস্বীকার করা কুফরী এবং আদায় না করা কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা যাকাত পরিহারকারীর জন্য শিরকী, কুফরী, গজব ও আযাবে জাহান্নামের কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ যাদেরকে অনুগ্রহ দান করেছেন এরপরেও যারা কৃপণতা করে তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন,

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'বরং এই কার্পণ্য তাদের জন্য বড়ই খারাপ। যারা কৃপণতা করে যা কিছু জমা করেছে তা-ই কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি হয়ে যাবে।' (সূরা আলে ইমরান:১৮০)

আল্লাহ আরও বলেন, 'যারা স্বর্ণ, রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে এবং তা (যাকাতের মাধ্যমে) আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ দিন। সেদিন তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের ললাটে, পৃষ্ঠে ও পাঁজরে দগ্ধীভূত করে দাগ দেয়া হবে এবং বলা হবে তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের আস্বাদ গ্রহণ কর।" (আত-তাওবাহ:৩৪-৩৫)

রাসূলুল্লাহ (স.) যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্য এর অনাদায়কে যুদ্ধের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ، وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ.

'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য

দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে।' (সহীহুল বুখারী: ২৫)

কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাকাতের বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলে রাষ্ট্রকে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে যতক্ষণ না তারা নতি স্বীকার করে। সুতরাং, যাকাত অস্বীকারকারী অবশ্যই কাফিরে পরিণত হবে এবং তার উপর মুরতাদ হওয়ার শাস্তি কার্যকর হবে। প্রথমে তাকে তওবা করতে বলা হবে। এবং তওবা না করলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। ইবন কুদামাহসহ বড় বড় ফিকহবিদ এ অভিমত পোষণ করে থাকেন। (মাজমু'উল ফাতাওয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪)

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক ও অনন্য। তাঁর খিলাফতকালে আরবের বিভিন্ন গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। যদিও তারা নামায-রোযা পালনে প্রস্তুত ছিল। হযরত 'উমার (রা.) তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে কি শাস্তিগ্রহণ করা হবে তা জানতে চাইলে খলীফা আবূ বকর (রা.) উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন,

وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِي عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ.

'আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে। কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি উটের রশিও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলের দরবারে উপস্থিত করত। তাহলে আমি তাদের এ অস্বীকৃতির কারণে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব।' অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করেছিলেন এবং যাকাত দানে বাধ্য করেছিলেন। (সহীহ মুসলিম, পৃ. ৩২)

যাকাত অনাদায়ী ব্যক্তির জন্য পরকালীন শাস্তি প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ যাকে ধন-মাল দিয়েছেন সে যদি তার যাকাত আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তা একটি বিষধর অজগর রূপ ধারণ করবে এবং বলবে, আমিই তোমার ধন-মাল, আমিই তোমার সঞ্চয়।' (সহীহুল বুখারী: ৪৫৬৫)

রাসূল (স.) আরও বলেছেন,'যে সব লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাবে, আল্লাহ তাদেরকে কঠিন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করবেন এবং তারা অনাবৃষ্টির কবলে পড়বে।' (আস-সুনানুস সাগীর; আল-মু'জামুল আওসাত)

৫. যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে তা আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক.) মালিকের প্রতি শর্ত (খ.) সম্পদের প্রতি শর্ত।

ক. মালিকের প্রতি শর্তাবলী হলো ৫টি। যথা- (১) মুসলমান (২) বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক (৩) বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন (৪) স্বাধীন (৫) ঋণমুক্ত।

যাকাত এক প্রকার ইবাদত। তাই যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। অনুরূপভাবে নাবালেগ ও পাগলের ওপর শরী'আতের বিধান পালনের দায়িত্ব নেই। রাসূল (স.) বলেন, 'তিন ব্যক্তির 'আমল লিখা হয় না। নাবালিগ, যতক্ষণ না বালেগ হয়। ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়। পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়।' (সুনানু আবি দাউদ; সুনানু নাসায়ী)

খ. সম্পদের প্রতি শর্তাবলী হলো- এক. সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়া। দুই. নিসাব এক বছর স্থায়ী হওয়া। তিন. সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা থাকা। চার. নিত্য প্রয়োজনীয় মালের অন্তর্গত না হওয়া পাঁচ. মাল মালিকের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। ছয়. নিসাবের সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া। সাত.

ব্যবসায়ী পণ্য হওয়া। আট. সায়েমা পশু হওয়া (সাধারণত মাঠে চরে বেড়ানো গৃহপালিত পশু বংশ বৃদ্ধি ও দুধের জন্য প্রতিপালিত হলে তাকে সায়েমা বলে)। নয়. মাল ওয়াক্‌ফকৃত ও সরকারি না হওয়া।

৬. যাকাতের নিসাব ও হার

ইসলামী শরী'আত যে সমস্ত সম্পদের উপর যাকাত ফরজ করেছে তার পূর্ব শর্ত হলো উক্ত সম্পদ পবিত্র ও হালাল হওয়া। যে সকল সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করা হয়ে থাকে তার নিসাব ও যাকাতের হার সম্পর্কিত নিম্নে প্রদত্ত হল।

নিসাব ও যাকাতের হার

সম্পদ	নিসাব	যাকাতের হার
নগদ অর্থ	৫২.৫ তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ	২.৫%
রৌপ্য	২০০ দিরহাম/৫২.৫ তোলা	২.৫%
স্বর্ণ	২০ মিসকাল / ৭.৫ তোলা	২.৫%
ব্যবসায়ের পণ্য	৫২.৫ তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ	২.৫%
উট	৫টি	১টি ছাগল
গরু, মহিষ	৩০ টি	১টি বাছুর
ছাগল	৪০ টি	১টি ছাগল
খনিজ সম্পদ	যে কোনো পরিমাণ	২০%
উৎপাদিত ফসল	৫ওয়াসাক/ ৯৯৩.৬ কেজি./২৬মন	১০% বা ২০%

৭. যেসব মালের যাকাত নেই

দুই ধরনের সম্পদের যাকাত নেই। যথা- এক. নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও দুই. ব্যক্তি মালিকানাহীন সম্পদ। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো-

এক. নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী : সাংসারিক কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্র, বসবাসের ঘরবাড়ি, দালান-কোঠা, যানবাহন, পরিধেয় পোষাক, কৃষিপণ্য, ব্যবসায়ের স্থাবর মাল, উৎপাদন যন্ত্র, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের গৃহপালিত পশু, হারানো সম্পদ, জিহাদের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি, মণি-মুক্তা বা অনুরূপ বস্তু, সখের বস্তু, ভাড়ায় দেয়া জিনিস, ওয়াকফকৃত সম্পদ, সরকারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি মালিকানাহীন প্রতিষ্ঠান, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রীর ওপর যাকাত ধার্য হবে না। অনুরূপভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতিত অন্যান্য মূল্যবান পাথর যথা মনিমুক্তা, হীরক ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত অলংকারের ওপর যাকাত ধার্য হবে না। (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৫০৯)

দুই. ব্যক্তি মালিকানাহীন সম্পদ : যে সকল সম্পদের মালিক কোনো ব্যক্তি নয় যেমন-ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ, সরকারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান, জিহাদের সরঞ্জাম ইত্যাদি। অর্থাৎ, যেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার কোনো অংশীদারিত্ব নেই তাতে যাকাত ফরজ হবে না। তবে যে সকল সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি মালিকানার অংশীদারিত্ব রয়েছে তাতে শুধু ব্যক্তি মালিকদের ওপর যাকাত ফরজ হবে, সরকারি অংশের ওপর যাকাত ফরজ হবে না। (ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০২)

৮. যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিবর্গ

সূরাহ আত-তাওবার ৬০তম আয়াতের মাধ্যমে যাকাত ব্যয়ের আটটি খাত নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

'সাদাকা (যাকাত) কেবল ফকির, মিসকীন, তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যাদের মন (দীনের দিকে) আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাস মুক্তিতে, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

৯. যাকাত পাওয়ার অযোগ্য ব্যক্তিবর্গ

ইসলাম যেসব ব্যক্তিদেরকে যাকাত দিতে নিষেধ করেছে নিম্নে তাদের বর্ণনা পেশ করা হলো-

এক. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তথা ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে না।

দুই. রক্তের ও বৈবাহিক সম্পর্কের চার শ্রেণির নিকট আত্মীয়দেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। যথা-

১. পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও তাদের পিতা-মাতা ২. পুত্র-কন্যা, প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী, নাতী-নাতনী এভাবে নিম্নস্তর পর্যন্ত ৩. স্বামী ও ৪. স্ত্রী।

তবে যাকাত ব্যতিত অন্য খাত হতে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। কেননা এরা আপনজন। আপনজনের ভরণপোষণ ও দেখাশোনা করা মুসলমানের ওপর অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তিন. কুরাইশদের হাশেম বংশীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে যাকাত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হাশিম বংশীয়দের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ।'

চার. 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' ছাড়া সাধারণ অমুসলিমদেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। (আসান ফেকাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০; বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৮-৫৫০)

১০. 'উশর তথা জমির উৎপাদিত ফসলের যাকাত

মুসলিম জনগোষ্ঠীর জমিতে ফসল প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হলে এক-দশমাংশ

('উশর) আর সেচের মাধ্যমে হলে বিশ ভাগের এক ভাগ (অর্ধ 'উশর) যাকাত দিতে হবে। 'উশর যাকাতের মতই ফরজ। আল-কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে ফসলের যাকাত তথা 'উশর আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

'হে ঈমানদারগণ! যে সম্পদ তোমরা উপার্জন করেছ আর যা কিছু আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে বের করেছি তা থেকে উত্তম অংশ (আল্লাহর পথে) খরচ কর।' (সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৬৭)

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "ঐ আল্লাহ এমন যিনি এমন উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন যার গাছপালা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না। এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন খেজুর বৃক্ষ ও শস্য ক্ষেত যার স্বাদের রয়েছে বিভিন্নতা। এবং জলপাই, বেদানা, যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হয় এবং সাদৃশ্যবিহীন হয়। এগুলোর ফল খাও যখন তা ফলন্ত হয়। এবং কর্তনের সময় এর হক আদায় কর। অপব্যয় করে না, নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না।" (আল-আন'আম: ১৪১)

আল-কুরআনের ন্যায় হাদীসেও ফসলের যাকাতকে 'উশর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন রাসূল (স.) বলেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ

'যে সব জমিকে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি সিক্ত করে অথবা স্বভাবতই সিক্ত থাকে তা থেকে 'উশর অর্থাৎ ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ দান করতে হবে। আর যে সব জমি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তাতে এক দশমাংশের অর্ধেক দান করতে হবে।' (সহীহ আল-বুখারী; তিরমিযী)

ফিক্‌হবীদগণ উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে 'উশরকে যাকাতের মতই ফরজ হিসেবে গণ্য করেন। অধিকাংশ ফিক্‌হবীদের মতে, উৎপাদিত ফসলে 'উশরের নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক তথা ৯৯৩.৬ কেজি./ ২৬.৫ মন। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, ফসল পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত নেই। (সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম)

ইমাম আবূ হানিফার মতে, জমিতে উৎপাদিত সব ধরনের ফসলের যাকাত দিতে হবে, চাই তা পরিমাণে কম হোক বা বেশী হোক। সংরক্ষিত থাকুক বা না থাকুক।

১১. স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ভূমিকা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে দারিদ্র বিমোচন বর্তমান বিশ্বের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও জনবহুল একটি দেশ। এ দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ০৯ কোটির অধিক মানুষ দরিদ্র এবং প্রায় ২ কোটি যুবক বেকার।

বাংলাদেশের এ অবস্থা দূরীকরণে এ যাবৎ সরকারি-বেসরকারি ও এনজিও পর্যায়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে এবং গ্রহণ করা হচ্ছে নানা ধরনের কর্মসূচি। কিন্তু তারপরও দারিদ্রতা দূর হচ্ছে না। বরং সমাজে শ্রেণি বৈষম্যের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো ইসলামের সার্বজনীন কল্যাণকর অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে মানবরচিত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অনুসরণ করে সমাজ প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস চালাচ্ছে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। অথচ ইসলাম বিশ্বমানবতাকে উপহার দিয়েছে যাকাতভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা। বাংলাদেশের মত মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে ইসলামী শরী'আতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে সঠিক ও পরিকল্পিতভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা গেলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব তা এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে যাকাতের সম্ভাব্য পরিমাণ

বাংলাদেশে যে সমস্ত খাত থেকে যাকাত, 'উশর, ফিতরা ও অন্যান্য অর্থ আদায় করা যেতে পারে সে সমস্ত খাত হতে সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ-

ক. কৃষি শস্য : বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এক বছরে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন হয় শুধু তা থেকেই যদি সঠিক হিসেবে যাকাত আদায় করা যায় তাহলে অতি তাড়াতাড়ি দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠন সম্ভব। নিম্নে বাংলাদেশের উৎপাদিত ফসলের যাকাতের একটি আনুমানিক হিসাব পেশ করা হলো-

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। প্রায় ১০.৫ কোটি লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা দারিদ্র সীমার নীচে। প্রায় ২৫% লোক ভূমিহীন। Department of Agricaltural Extension (DAE) এবং Bangladesh Statistical Year Book (BBS)-2017-এর তথ্য সূত্রে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মোট ফসলি জমির পরিমাণ ৮৫.৭৭ লক্ষ হেক্টর। আবাদযোগ্য পতিত জমি ২.২৩ লক্ষ হেক্টর। ২০১৭ সালে ধান ৩৩৮.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন; গম ১৩.১১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ৩০.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপন্ন হয়েছে। উৎপাদিত ধান হতে কমপক্ষে ১৫.৩ লক্ষ টন 'উশর আদায় হতে পারে। ধান মন প্রতি ১০০০/= টাকা ধরা হলে যার বাজার মূল্য দাঁড়াবে প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা। আর রবিশস্য যেমন- গম, ভুট্টা, পাট, চা, আলুসহ ইত্যাদি হতে ১,০০০ কোটি টাকার 'উশর আদায় হতে পারে।

খ. কোটিপতিদের কাছ থেকে : বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২১ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে কোটিপতির সংখ্যা এক লাখ ২৩৯ জন। তাদের অ্যাকাউন্টে আমানতের পরিমাণ ছয় লাখ ৩৯ হাজার ২৮৫ কোটি টাকা। এসব কোটিপতিদের কাছ থেকে ২.৫% হারে যাকাত আদায় করা হলে বার্ষিক ন্যূনতম ১৫,০০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।

গ. ব্যাংক ও ইনসুরেন্সসমূহ : এদেশের ব্যাংকিং সেক্টর হতে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসেবে আদায় হতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৫টি ব্যাংক ও ৮১টি

ইনসুরেন্স কোম্পানী রয়েছে। একটি ব্যাংক অনুমোদনের জন্য ৪০০ কোটি এবং একটি ইনসুরেন্স কোম্পানী অনুমোদনের জন্য ১৮ কোটি সর্বমোট ২৭,৪৫৮ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে জামানত রাখতে হয়েছে। এছাড়া ইনসুরেন্স কোম্পানী ও ব্যাংকগুলোতে যে পরিমাণ টাকা আদান-প্রদান ও জমা হয় তা দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কারবার করে যদি ২.৫% যাকাত আদায় করা হয় তাহলে কমপক্ষে ২,০০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।

ঘ. মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ও ফিক্সড ডিপোজিট : বিভিন্ন ধরনের মেয়াদী সঞ্চয়পত্র, ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট, ইনসুরেন্স কোম্পানীতে ডিপোজিট, বিভিন্ন কোম্পানীর ক্রয়কৃত শেয়ার, পোস্টাল সেভিংস একাউন্টে মেয়াদী আমানত অথবা আইসিবির ইউনিট ফান্ড ও মিউচুয়াল ফান্ডের ক্রয়কৃত সার্টিফিকেট শরীয়াহ অনুসারে যাকাত আদায়ে বাধ্য। এ সমস্ত খাত হতে বছরে আনুমানিক কমপক্ষে ৩,০০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।

ঙ. ব্যবসায়ী শিল্প পণ্য : বাংলাদেশের ব্যবসায়ী শিল্প পণ্যের মূল্যের যাকাতযোগ্য পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা ধরা হলে যাকাতের পরিমাণ আসবে ৫০০ কোটি টাকা।

চ. আয়করভূক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা : যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা সরকারকে আয়কর দিয়ে থাকে শরীয়াহ মোতাবেক তাদের সকলেরই যাকাত আদায় করা প্রয়োজন। সঠিকভাবে যাকাত আদায় করলে এর পরিমাণ ২,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

ছ. আয়করভুক্ত ব্যক্তি : যারা আয়কর দিয়ে থাকেন তারা সকলেই নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। এদের একটা অংশ ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করে থাকে। কিন্তু সকলেই সঠিক হিসাব অনুযায়ী যাকাত আদায় করলে তার পরিমাণও ৩০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

জ. আয়করভুক্ত কোম্পানী : যেসব কোম্পানী সরকারকে আয়কর দেয় যেমন-

ঔষধ, রসায়ণ, জ্বালানি, প্রকৌশল, খাদ্য, বস্ত্র, গার্মেন্টস, সিরামিক, সিমেন্ট নির্মাণ ইত্যাদি, তাদেরও যাকাত দেয়া উচিৎ। দেশের বিদ্যমান আইনে এই বাধ্যবাধকতা নেই। অভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস যে, আয়করভুক্ত এ সমস্ত কোম্পানী হতে সঠিক উপায়ে যাকাত আদায় করা হলে তার পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

ঝ. স্বর্ণ অলংকার : বাংলাদেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, আয়করভুক্ত লোকজন ব্যাংকের লকারে স্বর্ণালংকার জমা রাখে। এছাড়া যাদের কাছে ৭.৫ ভরি স্বর্ণ আছে তারা শরীয়াহ অনুসারে যাকাত আদায়ে বাধ্য। তাদের এই ডিপোজিট হাতে নগদ স্বর্ণালংকার থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় করা যেতে পারে।

ঞ. ক্ষুদ্র বাবসায়ী ও আড়তদার : শহরতলী ও মফস্বল এলাকার ছোট ব্যবসায়ী, আড়তদার, হোটেল মালিক, ঠিকাদারদের অধিকাংশই নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। সারা দেশের এ সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে যাকাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তাদের কাছ থেকে সঠিকভাবে যাকাত আদায় করা হলে তা ৪০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

ট. গৃহপালিত পশু খামার ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান : গৃহপালিত পশু খামার, মৎস্য খামার, পরিবহণ ব্যবসা, ইটের ভাটা, হিমাগার, কনসালটিং ফার্ম, ক্লিনিক, বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানও যাকাতের আওতাভুক্ত। এদের যাকাতের পরিমাণ বার্ষিক ২০০ কোটি টাকা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

ঠ. ফিতরা ও কুরবানীর চামড়া : ঈদুল ফিতরে ৫ কোটির অধিক লোকের ফিতরা থেকে ২৫০ কোটি টাকা। কুরবানীর চামড়ার বিক্রীত অর্থ গরীবদের হক। এই উৎস হতে কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকা আদায় হতে পারে।

বিভিন্ন গবেষণাপত্র ও তথ্য-উপাত্তের ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রতি বছরের যাকাতের অনুমিত পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। বাংলাদেশে যে সমস্ত খাত থেকে

যাকাত আদায় করা যেতে পারে সেসমস্ত খাত হতে যাকাতের অনুমিত একটি সারণী উল্লেখ করা হলো-

এক বছরে বিভিন্ন খাত থেকে সম্ভাব্য আদায়কৃত যাকাতের হিসাব

ক্র	বিবরণ	হিসাব
ক	কৃষি শস্য	৫,০০০ কোটি টাকা
খ	কোটিপতিদের কাছ থেকে	১৫,০০০ কোটি ,,
গ	ব্যাংক ও ইনসুরেন্স কোম্পানীসমূহ	২,০০০ কোটি ,,
ঘ	মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ও ফিক্রড ডিপোজিট	৩,০০০ কোটি ,,
ঙ	ব্যবসায়ী শিল্প পণ্য	৫০০ কোটি ,,
চ	আয়করভুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা	২,০০০ কোটি ,,
ছ	আয়করভুক্ত ব্যক্তি	৩০০ কোটি ,,
জ	আয়করভুক্ত কোম্পানী	৫০০ কোটি ,,
ঝ	স্বর্ণঅলংকার	৮০০ কোটি ,,
ঞ	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও আড়তদার	৪০০ কোটি ,,
ট	গৃহপালিত পশু খামার ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান	২০০ কোটি ,,
ঠ	ঈদুল ফিতরের ফিতরা ও কুরবানীর চামড়া	৩০০ কোটি ,,
	সর্বমোট	**৩০,০০০ কোটি টাকা**

অতএব, আমরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে, বাংলাদেশে যাকাত শরী'আত নির্ধারিত নিয়মে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে তা পরিকল্পিত উপায়ে দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আগামী মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে দারিদ্রমুক্ত

স্বনির্ভর জাতি গঠন সম্ভব।

বিশ্বব্যাপী সম্পদের ভারসাম্যহীনতা

বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭০০ কোটির অধিক। এর মধ্যে মাত্র ১০০ কোটি লোক বাস করে ধনী দেশগুলোতে। এদের কাছে রয়েছে বার্ষিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৭৬% সম্পদ। পক্ষান্তওে, স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে বসবাসকারী ২৫০ কোটি জনগোষ্ঠির বিশ্বের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হিস্যা মাত্র ৩.৩% ভাগ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৮০% সম্পদের মালিকানা ২০% ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশ্বের ৫০ কোটি মানুষের দৈনিক মাথাপিছু আয় মাত্র ১ ডলারের কম। ইউনিসেফের দেয়া তথ্যানুসারে, দারিদ্রের কারণে বিশ্বে প্রতিদিন ২৫ হাজার শিশুর মৃত্যু হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ২৯% শিশু অপুষ্টি নিয়ে জন্মগ্রহন করে। একবিংশ শতকের যাত্রালগ্নে বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি মানুষ অশিক্ষিত। ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত এবং ২৫০ কোটি মানুষ স্যানিটেশন সুবিধা পায় না। প্রতি বছর ২০ লক্ষ শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ধনী-গরীবের এই বৈষম্য দিনদিন বেড়েই চলছে।

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাত

বাংলাদেশের দারিদ্র দূরীকরণে এ যাবত সরকারি ও এনজিও পর্যায়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নানা ধরনের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তারপরও দারিদ্র্য দূর হয়নি বরং চরম দারিদ্র্যের দিকেই গতি অব্যাহত রয়েছে। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধ ঘটে দারিদ্রতার জন্য। এ সমস্যার প্রতিবিধান করার জন্য যাকাত ইসলামের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সুখী, সুন্দর, আদর্শ সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দারিদ্রমুক্ত। আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাতের সম্পদ যে আটটি খাতে বণ্টনের কথা বলা হয়েছে তার প্রথম খাতেই রয়েছে দরিদ্র ও অভাবী লোক। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে একটি সুনিশ্চিত কার্যকর পন্থা। যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্রের জীবন যেমন নিরাপদ হয় তেমনি তাদের কর্ম সংস্থানেরও সুযোগ হয়।

আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাতের ৮টি খাতের মধ্যে ৬টিই হচ্ছে দারিদ্র ও অসহায় শ্রেণী। যেমন- গরীব, মিসকীন, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির এবং ক্ষেত্র বিশেষে নও মুসলিম। কিন্তু বাংলাদেশে আজও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক- ভাবে যাকাত আদায় করা হয়নি এবং তা বিলি বণ্টনের ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। যাকাত আদায় এখন ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অথচ খুলাফায়ে রাশেদা ও তাঁদের পরবর্তী যুগেও বায়তুলমালের যাকাত অংশ পরিচালনার জন্য ৮টি দফতর ছিল।

যাকাতের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনতার পুনর্বাসন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। কেননা যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের একটি স্থায়ী পদ্ধতি। দরিদ্র ব্যক্তি যাতে দ্বিতীয়বার যাকাতের অর্থের মুখাপেক্ষী না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রয়োগের জন্য ইসলামী স্কলারগণ তাকীদ দিয়েছেন।

ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, "ফকীর ও মিসকীনকে এতটুকু পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তারা তাদের অভাবের গ্লানি থেকে মুক্তি পায় এবং ধনী ব্যক্তির পর্যায়ে এসে উপনীত হয়।" ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এ মত সমর্থন করেন। তাঁর সমর্থক ফকীহগণ শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রার্থীগণকে তাদের স্ব-স্ব কাজে (কুটিরশিল্প, কৃষিকাজ, দোকান, দর্জীর কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি) স্বনির্ভর হওয়ার উপযুক্ত পরিমাণ যাকাতের অর্থ প্রদানের কথা বলেছেন।

হযরত 'উমার (রা.) বলেন, "যখন ফকীর মিসকীনকে কিছু দেবে তখন তাকে ধনী বানিয়ে দিবে।" মোটের উপর যাকাত অভাবী মানুষকে স্বনির্ভর এবং দ্বিতীয়বার যাকাত প্রার্থী না হবার অবস্থায় আনয়ন করতে চায়। সর্বনিম্ন এক বছর স্বচ্ছলভাবে চলার পর ব্যতিক্রম ছাড়া সকল ব্যক্তিই স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা, দরিদ্র জনগণের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চাই সরকারি সাহায্য না হয় বিদেশী অনুদান। বস্তুতপক্ষে এ দেশে এখন বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিদেশী অনুদান নিয়েই দারিদ্র জনগণ বিশেষত গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে চলেছে। তারা প্রধানত সুদের ভিত্তিতে

অর্থ ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক বুদ্ধিজীবী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি হতাশা ব্যক্ত করে থাকেন যে, তাদের হাতে নগদ অর্থ নেই বলেই দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যাচ্ছে না। একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যদি এ দেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাতের বিধানের মাধ্যমে আহরণ ও বিতরণ করা যায়; সুষ্ঠু, সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে তা ব্যবহার করা যায়, তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অভাবী লোকদের অবস্থার পরিবর্তন করা অবশ্যই সম্ভব।

আমাদের দেশের অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি ২০/২৫ হাজার টাকারও বেশি পরিমাণ অর্থ যাকাত দিয়ে থাকেন। সাধারণত তারা এ টাকা থেকে ১০/২০ টাকা করে নির্দিষ্ট দিনে গরীব নারী-পুরুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন, বাকিটা শাড়ী-লুঙ্গীর মাধ্যমে বিতরণ করেন। কখনও কখনও তারা এলাকার ইয়াতিমখানা বা মাদ্‌রাসার লিল্লাহ বেডিং-এ অর্থের টাকার কিছুটা দান করে থাকেন। অথচ এরা যদি পরিকল্পিতভাবে এলাকার দুঃস্থ, বিধবা, সহায়-সম্বলহীন পরিবারের মধ্য থেকে বাছাই করে প্রতি বছর অন্তত তিন অথবা চারটি পরিবারকে স্বাবলম্বী করার জন্য রিক্সা, কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, সেলাই মেশিন, গাভী-ছাগল বা এ জাতীয় কোনো উপকরণ কিনে দিতেন, তাহলে দেখা যেত তাদের প্রচেষ্টায় পাঁচ বছরে অন্তত ১৫/২০টি পরিবার স্বাবলম্বী হয়ে যেত। ভিক্ষুক ও অভাবী পরিবারের সংখ্যাও কমে যেত।

জমি বন্ধক রেখে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারার জন্য বহু ক্ষুদে চাষী ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হয়। এদের এই ঋণও যদি পরিকল্পিতভাবে শোধ করে বন্ধক রাখা জমি ফিরিয়ে দেয়া যেত, তা হলে নিঃসন্দেহে দেশের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাও হ্রাস পেত।

আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাতের যে আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ঋণমুক্তি অন্যতম। যাকাতের অর্থ দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ ঋণমুক্ত হতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র ঋণগ্রস্ত লোকদেরকে শুধুমাত্র ঋণভার হতে মুক্ত করবে তা-ই নয়

বরং জনগণকে উৎপাদনমূলক বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন অনুসারে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থাও করবে।

যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের আয়ের প্রধান উৎস। ধনী ব্যক্তিরা সম্পদের নির্ধারিত অংশ যাকাত ফান্ডে জমা দিয়ে জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র তার প্রয়োজনে নির্ধারিত খাতে এ অর্থ ব্যয় করে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ঘাটতি বাজেট পূরণের জন্য বিদেশ থেকে কঠিন শর্তে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যাকাতের অর্থ যদি পরীক্ষিত সৎ ও আমানতদার লোকদের মাধ্যমে সঠিক উপায়ে সংগ্রহ করা যায় তাহলে বিদেশের কাছে ঋণ বা সাহায্যের জন্য ধরণা দিতে হবে না। এভাবে অতি দ্রুত ঋণমুক্ত স্বনির্ভর দেশ গঠন সম্ভব।

১১.৪. যাকাত আদায় ও বণ্টনে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ

আল-কুরআন ও সুন্নায় যাকাত প্রদানের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং যাকাত দাতাকে পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনাদায়ে শাস্তি বা ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এভাবে মানুষের মন-মানসিকতা তৈরীর জন্য যাকাতকে ধনীদের উপর অপরিহার্য প্রদেয় বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এটি দরিদ্র্যদের অধিকার বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা শাসক তথা সরকারেই অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা, দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং প্রবৃদ্ধির কাম্য হার অর্জনের লক্ষ্যে কেবলমাত্র কার্যকর ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সরকারী নীতিমালা ও কর্মসূচি যা দ্বারা এমন সুযোগ সৃষ্টি করা যায় যাতে জনগণ নিজেদের ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সম্পদের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে পারে।

রাষ্ট্রের নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন তথা অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ও শিক্ষার

ব্যবস্থা করা সরকার বা রাষ্ট্রের আবশ্যিক দায়িত্ব। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে দারিদ্র বিমোচন এবং জনসাধারণের জীবনযাপনের মানোন্নয়নের জন্য সরকারকে অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে। এছাড়া নাগরিকদের বৈধ উপায়ে হালাল উপার্জন করার ব্যবস্থা যেমন সরকারের দায়িত্ব তেমনি সকল ধরনের অবৈধ কর্মকান্ড সমাজ থেকে উচ্ছেদ করাও সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। তাই সরকারের আবশ্যিক দায়িত্ব সম্পর্কে আল-কুরআনের বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

'আমি যদি তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেই তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজে নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে, আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।' (সূরাহ আল-হজ্জ: ৪১)

মহান আল্লাহ সূরাহ আল-আম্বিয়ার ৭৩তম আয়াতে বলেন, 'আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছি, তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করবে। আমি তাদেরকে সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছি। তারা আমারই ইবাদতকারী।'

আল-কুরআনের উপরিউক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাসূল (স.) রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়, সংগ্রহ ও বণ্টনের সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মুয়ায ইবন জাবালের হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসূল (স.) তাকে ইয়ামানে বিচারক হিসেবে প্রেরণকালে বলেছিলেন, 'তুমি আহলে কিতাবদের এমন এক জাতির নিকট যাচ্ছ তুমি তাদেরকে প্রথমে কালিমার দাওয়াত দিবে। তারা যদি তা মেনে নেয়, তা হলে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করে দিয়েছেন। যদি তারা তাও মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানাবে আল্লাহ তাদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরজ করে দিয়েছেন যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই গরীবদের মাঝে বণ্টন

করা হবে। তারা একথাও মেনে নিলে তোমাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাদের ধন-মালের উত্তম অংশ তুমি নিয়ে নিবে না। আর মজলুমদের ফরিয়াদ অবশ্যই ভয় করবে। কেননা, তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল নেই।' (সহীহ আল-বুখারী)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের প্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, যাকাত একাকী নয় বরং সামষ্টিকভাবে আদায় ও সামষ্টিকভাবে বণ্টন করতে হবে। এ জন্যই নবী (স.) রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় যাকাত আদায় করার জন্য লোক নিয়োগ করেন। তারা নিজ নিজ নির্ধারিত এলাকায় ধনীদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তা রীতিমত বণ্টন করতেন। খিলাফাতে রাশেদার শাসনামলেও যাকাত আদায়ের এ পদ্ধতি কার্যকর ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত দেয়া দাতাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি।

এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মুসলিম ফকীহগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেন যে, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যাকাত আদায় ও তা বণ্টন করার ব্যবস্থা করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইসহাক আল-শাতিবী বলেন, 'আল্লাহর আইন পাঁচটি বিষয়ের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দেয়। যথা- ধর্ম, জীবন, সন্তান, সম্পদ ও যুক্তি। এই নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব সরকার বা রাষ্ট্রেরই।'

কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনার মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, যাকাত একাকী নয় বরং সামষ্টিকভাবে আদায় ও বণ্টন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে শুরু করে খুলাফায়ে রাশেদার শাসন আমল পর্যন্ত যাকাত আদায়ের পদ্ধতি ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে সামষ্টিক পদ্ধতি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সরকার কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা না থাকলেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আজও আল্লাহর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ব্যক্তিগতভাবে কোটি কোটি টাকার সম্পদ যাকাত হিসেবে দরিদ্র ও অভাবীদের দান করে

থাকেন। এতে বিত্তশালী মুসলমানগণ ঈমানের দাবিকে কোনো প্রকারে পূরণ করে যাচ্ছেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকারও পাচ্ছেন। কিন্তু যাকাত তার প্রকৃত রূপ-সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটাতে পারছে না।

বর্তমানে যে নিয়মে যাকাত দেয়া হয় তাতে দাতা অনুগ্রহ করে দেন এবং গ্রহীতা অসম্মানজনকভাবে দয়া হিসেবে তা গ্রহণ করে। অথচ এটা যাকাত দাতার অবশ্য কর্তব্য মনে করে দেয়া উচিৎ এবং গ্রহীতা তার হক পাচ্ছে বলে জ্ঞান করা উচিৎ। যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাকাত গ্রহীতাকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার মাধ্যমে গ্রহীতার পর্যায় থেকে দাতার পর্যায়ে নিয়ে আসা। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে যাকাত দানের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন তথা ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন তো হচ্ছেই না; বরং এটা দ্বারা দরিদ্র শ্রেণিকে লালন করা হচ্ছে। তাছাড়া যাকাত যে সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি, তারও সুফল পাওয়া যাচ্ছেনা। তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে যতদিন তা না হবে, ততদিন মুসলমানগণকে সম্মিলিতভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাধ্যমে যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হয়। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যতিত আল্লাহর নির্দেশ ও আইন পুরাপুরি মেনে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করার জন্য মসজিদভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। কেননা মুসলিম সমাজে ইবাদতর প্রাণকেন্দ্র মসজিদ। মুসলিম বিশ্বাস, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় মসজিদের ভূমিকা অনন্য।

যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রায় ৯১% মুসলিম। অথচ এদেশে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি এবং পূর্ণ দারিদ্রাবস্থার লোক সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। দেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থা যেমন কাংখিত

নয়, তেমনি এমন থাকার কথাও নয়। এমতাবস্থায় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী শরী'আতের নির্দেশিকা পূর্ণ অনুসরণ করে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে যাকাত আদায় এবং সুষ্ঠু বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা হলে এবং এসব জনগোষ্ঠীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ত্রাণ, পূনর্বাসন, চিকিৎসালয় স্থাপন, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প ও শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা, নারীদের কর্মসংস্থান ও অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে দারিদ্রমুক্ত স্বনির্ভর জাতি গঠন সম্ভব।

নোট